জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১।০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী

১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৪ই আষাঢ় বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 29th June 1927. | ৭ম সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

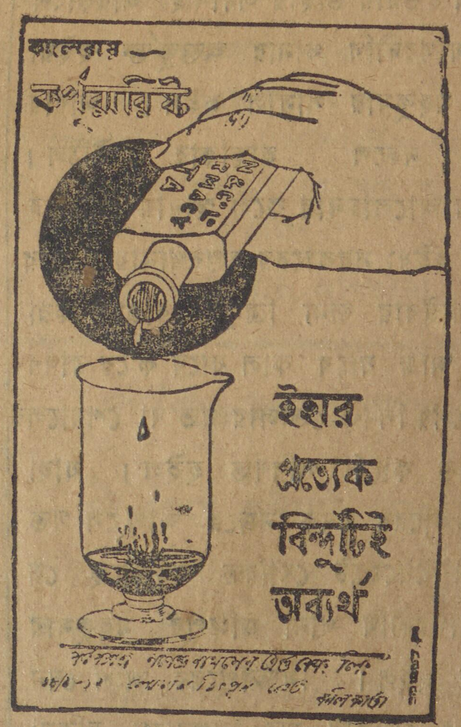

কর্পূরারিষ্ট ঘর করিয়া রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৪ই আষাঢ় বুধবার ১৩৩৪ সাল।

জঙ্গিপুর মহকুমার ছিন্ন অঙ্গ জোড়া লাগিল।

—০—

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার এলাকা বর্ত্তমানে যা' আছে তাহা অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। দেওয়ানেশ্বর থানা (বর্ত্তমান লালগোলা) ও সাগরদীঘি এই মহকুমার অন্তর্গত ছিল। প্রথমে সাগরদীঘি এই মহকুমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লালবাগ মহকুমার সামিল হয়। তারপর ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানেশ্বর বর্ত্তমান লালগোলা আবার লালবাগের অঙ্গপুষ্টি সাধন করিল। যখন লালগোলা লালবাগ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন উকীল, মোক্তার আমলা মুহুরী মহলে খুব হৈ চৈ (হাহাকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) পড়িয়া গেল। অনেকের অন্নে আঘাত লাগিল। আমাদের 'জঙ্গিপুর সংবাদ'ও সে হাহাকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। মফঃস্বলের সংবাদ পত্রের পক্ষে একমাত্র মৃতসঞ্জিবনী সুধা আদালতের 'নীলামী ইস্তাহার' কমিয়া গিয়া ধক্‌ধকানি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কর্ত্তা ইচ্ছা কর্ম্ম। ব্যবহারজীবীগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য মিঠাইওয়ালা পর্য্যন্ত সকলকেই মামলাবাজের অর্থে বঞ্চিত হইয়া অল্প বিস্তর হতাশ হইতে হইয়াছিল। এই ক্ষতি গা সওয়া হইতে না হইতেই মুর্শিদাবাদ জেলার কতকগুলি থানা উঠিয়া গেল। মির্জ্জাপুর থানাটীরও এই সঙ্গে তিরোভাব হওয়ায় তাহার অধীনস্থ অধিকাংশ গ্রামই সাগরদীঘি থানার অন্তর্ভুক্ত হইয়া লালবাগ মহকুমার সামীল হইল। আবার মসীজীবী মহলে হাহাকার উঠিল। আন্দোলন আলোচনার ফলে স্থানীয় লোকের প্রতিনিধি হইয়া সরকারের দপ্তরখানায় দরবার করিতে যাইবার জন্য ত্রিমূর্ত্তি বাছাই করা হইল। আজ যাবে কাল যাবে ক'রে রাবণ রাজার স্বর্গের সিঁড়ি তোলার মত বা শেয়ালের যুক্তির মত কার্য্যে পরিণত হইল। যাহা হউক সরকারের নেক নজরে আপ্‌সে গত কলিকাতা গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে যে সমগ্র সাগরদীঘি থানা জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইল। মির্জ্জাপুরের অংশ যেন কাণে জল ঢোকার মত লালবাগে ঢুকিয়া সমগ্র সাগরদীঘিকে লইয়া জঙ্গিপুর মহকুমার হারানিধি ফিরাইয়া আনিল। এবারে মসীজীবীর দল বাঞ্ছিত ফল পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে আমরা বলিতে পারি সন্তোষ আসা অসম্ভব। "আশাবধিং কো গতঃ?"

বলিহারি মিউনিসিপালিটী!

—০—

বর্ষারম্ভে রাস্তা মেরামত জন্য মাল মসলা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তার ধারে যে সমস্ত ইষ্টক খণ্ড স্তূপীকৃত করা হইয়াছে তাহাতে পিলা ইট, আঁওয়া ইট একবারে নাই, অধিকাংশই ঝামা। কাজ ভাল হইবে বলিয়া বোধ হয়! পূর্ব্বে সহরে যত আলোক স্তম্ভ ছিল এখন তদপেক্ষা অনেক আলোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে তেলের খরচা ইহাতে কিছুমাত্র বেশী লাগে না। নালা বা পয়ঃপ্রণালীগুলির ঘাস জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইতেছে। চেয়ারম্যান বাহাদুর নিজে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাজ দেখিতেছেন। বাঃ এই তো চাই। বেগারী কাজে আত্মনিয়োগ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়। যেখানে গুণ বলিতে হইবে সেখানে দোষও দেখাইতে হইবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে জঙ্গিপুরের পারে একখানি "সছিদ্র মূত্রবাহী শকট" সাধারণের চলাফেরার রাস্তায় অপবিত্র বারি রাশি সিঞ্চন করিতে করিতে গমন করে। শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জনের মত এই বারি পতন নিবারণ করিয়া চেয়ারম্যান বাহাদুর কলঙ্কভঞ্জন করুন নচেৎ এক কলসী দুধে এক ফোঁটা গোমূত্র পড়ে কেন?

কঃ পন্থা?

—০—

আমাদের দেশের যে রকম অবস্থা এ অবস্থায় স্বদেশ স্বদেশ করিয়া মরা, কিম্বা স্বদেশিতার ধুয়া ধরিয়া নির্য্যাতন গঞ্জনা, সংসার ও পরিবারবর্গকে অনাহারে রাখিয়া নিজেও অনাহারী থাকার যে ব্যবস্থা ইহা কি শুধু মাত্র সেন্টিমেন্ট! ভাবপ্রবণ জাতি সেন্টিমেন্টের ঝোঁকে অনেক রকম কাজই করিয়া থাকে—তাহার কোনটির পরিণাম যে ভাল হইবে আর কোনটির পরিণাম যে মন্দ হইবে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। অনেক ত্যাগ ও মহিমা মণ্ডিত কার্য্যের পরিণাম ফল এ জীবনে শুধু দুর্ভোগ ভোগাতেই পরিসমাপ্তি হয়—পর জন্মে কি হইবে কে জানে। সেন্টিমেন্টের দোষ পরে অনেকেই গাহে বটে—কিন্তু ভাবের ঝোঁকে যখন কাজ করিতে হয়—সেই কাজের ফল যখন ব্যক্তিগত হিসাবে না থাকিয়া জাতিগত ও দেশগত হিসাবে ছড়াইয়া পড়ে—তখন তাহার ফল শুভও হইতে পারে অশুভও হইতে পারে। ভাগ্যগুণে সেন্টিমেন্টের লাঞ্ছনা হয়—আবার ভাগ্যগুণে সেন্টিমেন্ট জয়-যুক্তও হয়। ভাবপ্রবণতা জিনিসটা মূলে খারাপ নয়—তবে ভাগ্যগুণে তাহা খারাপ হইয়া দাঁড়ায় বটে।

যে সব কর্ম্মীর দল ভারতের নব যুগের সূচনায় জীবনের অবলম্বন ভাত কাপড়ের সম্বল জীবিকার ব্যবস্থা ছাড়িয়া দেশকর্ম্মে নামিয়াছিলেন—ভাবপ্রবণতার উৎসাহের আবেগে যাঁহারা নিজ ক্লেশ অন্নবস্ত্রের অভাবের দিকে দৃষ্টিমাত্র না দিয়া পরিবার পরিজনের, আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসীর গঞ্জনা উপহাসকে ভ্রূকুটি করিয়া ভাবপ্রবণতায় এক লক্ষ্যে কর্ম্মের পথে চলিতেছিলেন—আজ ভাব-বিচ্যুত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা কি করিবেন। অবলম্বন হারাইবার জন্য অনুশোচনা—না লক্ষ্য স্থির রাখিয়া আবার নূতন উৎসাহে কর্ম্মে আত্মনিয়োগ।

দেশের অন্নাভাব বস্ত্রাভাব দিনের দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকের জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দেশের সব সমস্যার চেয়ে বড় সমস্যাই হইতেছে আজ দেশের লোকে কি করিয়া জীবন চালাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। লোকের আশা উৎসাহের পথ, কর্ম্মের পথ সব দিক থেকে রুদ্ধ। দেশের লোকে যেদিকে যে কাজে হাত দিতে যায় সেই দিক হইতে প্রতিহত হয়—নিরাশাই মৃত্যু কামনাই তাদের একমাত্র অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের এমন ভীষণ অবস্থা আর কতদিন থাকিবে তাহা বলা যায় না। না খাইতে পাইয়া—পরিবার পরিজন সংসার চালাইবার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া উচ্চশিক্ষিত অনেক ভদ্রলোক আত্মঘাতী হইতেছে। পিতা—অন্ন বস্ত্রের অভাবে সন্তানদের গলায় ছুরি মারিয়া নিজে আত্মহত্যা করিতেছে। মাতা প্রাণের চেয়ে প্রিয় সন্তানদের মৃত্যু কামনা করিতেছে। দেশের যুবকবৃন্দ পেটের দায়ে বিব্রত হইয়া পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে। আত্মহত্যা অনেকে করিতেছে—আরও কতজনে আত্মহত্যার সঙ্কল্প যে করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই—এই দেশের একদিকের অবস্থা!

দেশের সকল রকম অনর্থের মূল এই যে অভাব জ্বালা ইহা আজ সর্ব্বত্র তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। ইহাই মূল—আবার আনুসঙ্গিক উপসর্গ ইহার সঙ্গে যাহা জুটিতেছে সেগুলিও ক্রমে ভীষণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেশের উচ্চ শ্রেণীতে কন্যাদায় ক্রমেই ভীষণ হইতেছে, কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া বহু পরিবার বিব্রত! মেয়ের বিয়ের জ্বালায় অনেক পিতা, ভ্রাতা আত্মহত্যা করিতেছেন। আবার সমাজের নিম্নশ্রেণীতে কন্যা মেলা ভার। তাই অপ্রাপ্ত বয়স্কা, তিন চার বছরের মেয়েদের পর্য্যন্ত সে সব সমাজে পণ দিয়া বরপক্ষ কিনিয়া লয়। বিধবার সংখ্যা সে সব সমাজে খুব বেশী। দেশের নিম্ন শ্রেণী ক্রমেই অভাবে ও অনাচারে ধ্বংসের পথে যাইতেছে। সমাজ সব দিক দিয়াই রুগ্ন দুর্ব্বল, মানসিক ও শারীরিক তেজ বীর্য্যে হীন হইয়া পড়িতেছে। দেশের মানুষ যেন আর মানুষের মত নাই। মানুষের মুখে হাসি নাই, চিত্তে শান্তি নাই—সব ম্রিয়মান অবসন্ন!

শুধু মানুষেরই যে এ অবস্থা তা নয়। এ দেশের কুকুর বেড়াল অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীদের অবস্থা পর্য্যন্ত আর পূর্ব্বের মত নাই। দেশের গরু আর তেমন দুধ দেয় না। কুকুর আর তেমন বাঘের মত হয় না—সব কঙ্কালসার জীর্ণ। কেন এমন হইল!

দেশ স্বাধীনতা চাহিতেছে, স্বরাজই একমাত্র কাম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে—অথচ দেশ কি খাইয়া স্বরাজ সাধনা করিবে! দেশে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল নাই, হিন্দুতে হিন্দুতে মিল নাই, হিন্দু ও মুসলমানে মিল নাই—মুসলমানে মুসলমানে মিল নাই। সব ছত্রভঙ্গ। সব আত্মসর্ব্বস্ব। এইভাবে দেশ আত্মবলি দিবার পথে আপনাদের মধ্যে সহস্র ভেদ বিবাদের রেখা টানিয়া ক্রমে মরণের মুখে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে।

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৫ই জুলাই ১৯২৭।

—০—

২৫০ খাং ডিঃ পঙ্কজকুমার দাস দেং আবদুল অহেদ সেখ দাবি ১৩।৩ পং গনকর মৌজে সুজাপুর ৫।১০ কাত ৬৲ আঃ ৮৲

২৫১ খাং ডিঃ ঐ দেং সুরেশচন্দ্র দাস দাবি ২৷৷৯ পং গনকর মৌজে চরকা ৵৩৸ কাত ১।০ আঃ ৫৲

২৫৩ খাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল অহেদ সেখ দাবি ১৩।৩ পং গনকর মৌজে সুজাপুর ২/১ কাত ৫৶৯ আঃ ৮৲

২৫৪ খাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল অহেদ সেখ দাবি ৯/৯ পং গনকর মৌজে সুজাপুর ১৷৷০ কাত ১৷৷৵১২ আঃ ৫৲

২৫৫ খাং ডিঃ ঐ দেং সুরেশচন্দ্র দাস দাবি ৯/০ পং গনকর মৌজে চরকা ৵৪।০ কাত ১৵০ আঃ ৫৲

২৫৬ খাং ডিঃ ঐ দেং সুরেশচন্দ্র দাস দাবি ৯৶৯ পং গনকর মৌজে চরকা ১৷৷০ কাত ২/০ আঃ ৫৲

২৫৭ খাং ডিঃ ঐ দেং সুরেশচন্দ্র দাস দাবি ৯৷৶৯ পং গনকর মৌজে চরকা ।০ কাত ২৲১০ আঃ ৫৲

২৫৮ রেহাণ ডিঃ জিয়ালাল তেওয়ারী দেং গোপালচন্দ্র ঘোষ দিং দাবি ১১৬৷৩ পং গনকর মৌজে বাহরা ৮২ কাঠা কাত ৩৶০ আঃ ২৫৲

২৯৮ মর্গেজ ডিঃ হরেন্দ্র নারায়ণ দাস দেং প্রহ্লাদ দাস মৃতান্তে তস্য ওয়ারিশ পুত্র বলরাম দাস দিং দাবি ২২৩৷৶ পং নওয়ানগর মৌজে চক বাহাদুরপুর ২৬/২ কাত ২৪৲ তন্মধ্যে ২/০ কাত ১৫০ আঃ ৯৮৲

চৌকি জঙ্গিপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৮ই জুলাই ১৯২৭।

৫২ খাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং প্রসন্ন কুমার সেন দাবি ২৩১৮৶০ পং রুকুনপুর মৌজে বেনিয়াগ্রাম ৩৪৷০ কাত ৩৪৷০ আঃ ২২৫৲

৫৫ খাং ডিঃ ঐ দেং জামামুদ্দিন সেখ দিং দাবি ৫২৷/৩ পং রুকুনপুর মৌজে শ্রীমন্তপুর দোহতপুর ৪ একর ৮৬ শতক কাত ৮/৯ আঃ ৪৫৲

১৪১ খাং ডিঃ ঐ দেং কুতুব সেখ দিং দাবি ৩৬৷৶০ পং রুকুনপুর মৌজে কুলী ২ একর ৯৬ শতক জমি আঃ ২৫৲

২২৭ খাং ডিঃ ঐ দেং উমেশ মণ্ডল দিং দাবি ২১৮/০ পং রুকুনপুর মৌজে শ্রীমন্তপুর ৩১ শতক কাত ২৷/৯ আঃ ২০৲

২২৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ললিতমোহিনী দাসী দাবি ৩৭৷৶০ পং রুকুনপুর মৌজে বেওয়া ৩ একর ১৪ শতক জমি আঃ ৩৫৲

২২৯ খাং ডিঃ ঐ দেং কুমেদ বেওয়া দাবি ২৭৷৶৬ পং রুকুনপুর মৌজে শ্রীমন্তপুর ১ একর ৭৮ শতক কাত ৩৷৯ আঃ ২৫৲

২৩০ খাং ডিঃ ঐ দেং ফড়িং মণ্ডল দিং দাবি ২৩৷৶০ পং রুকুনপুর মৌজে শ্রীমন্তপুর ৯৪ শতক কাত ২৮৵১০ আঃ ২২৲

২৩১ খাং ডিঃ ঐ দেং ভোদাই সেখ দিং দাবি ২২৻৬ পং রুকুনপুর মৌজে শ্রীমন্তপুর ৬৩ শতক কাত ২৷/৩ আঃ ২০৲

২৩২ খাং ডিঃ ঐ দেং বিবি মজিবান নেসা দাবি ৩২৮০ পং রুকুনপুর মৌজে বেওয়া ৩ একর ১৪ শতক কাত ৪৷৶০ আঃ ৩০৲

৩৯০ খাং ডিঃ ঐ দেং মুনিয়া মণ্ডলানী দাবি ৩২৵৯ পং রুকুনপুর মৌজে কুলী ১ একর ৪ শতক জমি আঃ ২৫৲

১১০ খাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দেং আয়ব সেখ দাবি ১৮৻১০ মৌজে গাজিনগর ২২ ডেসিমেল কাত ১৵০ আঃ ৫৲

১১৩ খাং ডিঃ ঐ দেং আবজাল সেখ দিং দাবি ১৮।/১০ মৌজে কাঞ্চনতলা ৬৫ ডেসিমেল কাত ১৮৵১৩ আঃ ১৫৲

১৪৮ খাং ডিঃ ঐ দেং রাজেন্দ্র নারায়ণ তেওয়ারী দিং নাবালক পক্ষে অলি মাতা লক্ষীমনি দেবী দাবি ৯৫৮১০ মৌজে অনুপনগর বারইপাড়া ১/০ বসতবাটী মায় পাকা ঘর নওয়া জিমা সমেত আঃ ১০০৲

১৪৯ খাং ডিঃ ঐ দেং রাজেন্দ্র নারায়ণ তেওয়ারী দিং নাবালক পক্ষে অলি মাতা লক্ষীমনি দেবী দাবি ৮৭৷৵৫ মৌজে অনুপনগর বারইপাড়া ১/০ বসতবাটী মায় তদুপরিস্থিত পাকা ঘর নওয়া জিমা ইত্যাদি আঃ ১০০৲

১৭৭ খাং ডিঃ রামনাথ দাস দেং হেমলতা রায় দাবি ৩৫২৵৬ পং কাঁকজোল মৌজে সমগ্র আছুয়া সেস ৭০৲ আঃ ২৫০৲

৩ মনি ডিঃ মিছুলাল মণ্ডল দেং দশরথ মণ্ডল দিং দাবি ১৬৩৷৶৯ পং রাজসাহী মৌজে উমরাপুর ৮৷৪ কাত ৯৶০ তন্মধ্যে দেন্দারের এক তৃতীয়াংশ ২৮৩ বিঘা আঃ ৫০৲

২০৬ রেহাণ ডিঃ একরাম মিশির দেং গৌরাঙ্গ দাস দাবি ৭৩০৻৬ মৌজে বিজয়পুর ১৩৷২ বিঘা জমি আঃ ২৫৭৲

দারুণ গ্রীষ্মে 'জবাকুসুম' বিশেষ আরামপ্রদ

—স্নানে ও প্রসাধনে প্রত্যহ 'জবাকুসুম' ব্যবহার করিবেন—

'জবাকুসুম' প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়। সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

কলিকাতার বহুদর্শী ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

নূতন জ্বর চব্বিশ ঘণ্টায় আরোগ্য।

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস
ট্রেড মার্ক
চাঁদ মার্কা পাচন

পুরাতন জ্বর তিন দিনে আরোগ্য।

দেশী গাছগাছড়া ও ধাতুঘটিত উপকরণে প্রস্তুত বলিয়াই এদেশীয় রোগীর পক্ষে এত ফলদায়ক।

যথার্থই পাঁচন—জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র আবার সালসার কাজ করে।

জ্বর বন্ধের পরও কয়েক দিন সেবন করিলে জ্বরের কীটাণুগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে।

প্রতি শিশি ৷০ আনা।] [প্রতি শিশি ৷০ আনা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান, প্লীহা ও লিভারঘটিত, পালা, কম্প প্রভৃতি যে কোন প্রকারের জ্বর হউক না কেন, নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়। উপকার দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

চিঠি লিখিবার ঠিকানা—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গর্ভনিবারণ চুর্ণ।

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দরিদ্র দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপাততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—
মেসার্স বি, দে, এণ্ড সন্স।
পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেণ্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে পরীক্ষা প্রার্থনীয়

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

প্রশংসার বিষয়

এই যে ৪৬ বৎসরের উর্দ্ধকাল আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীর স্থায়ীত্ব। এই ফার্ম্মাসী ভারতের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে ব্রাঞ্চ স্থাপন করিয়াছে। তা ছাড়া জেলায় জেলায়, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলিতেও ব্রাঞ্চ বা এজেণ্ট রাখিয়া সাধারণের উপকার করিতেছে। এই ফার্ম্মাসীর কোন ঔষধেই কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। একটী ঔষধ শুদ্ধ গাছগাছড়া দ্বারা তৈয়ারী। উহার নাম **'আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা'**। উহার এক কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে। প্রত্যেক কৌটা এক টাকায় বিক্রীত হয়। এই ঔষধটীর গুণ কি শুনুন ঃ— ইহা সেবনে শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু দৌর্ব্বল্য, মেহ, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি, স্বপ্নদোষ, অকালিক ক্ষয়, মেধা শক্তির হ্রাস, বহুমূত্র প্রভৃতি পুরুষের রোগ; প্রদর, কষ্টরজঃ, স্বপ্নরজঃ প্রভৃতি জরায়ুর অন্যান্য পীড়া প্রভৃতি স্ত্রীলোকের রোগ দূর হয়। কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসীতে পাওয়া যায়।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ইলেক্ট্রিক সিলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৷০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৷৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৷৵০ এক টাকা তিন আনা.

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

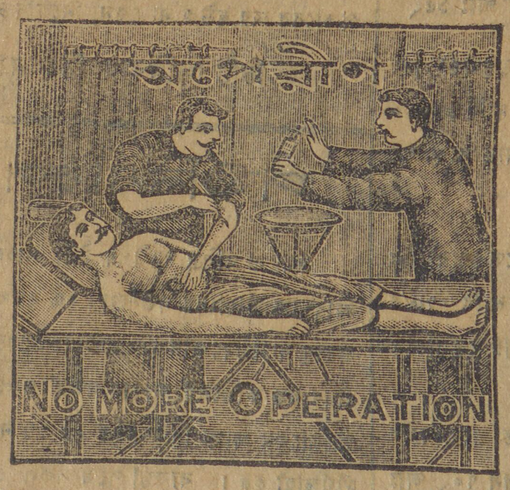

অপেরীণ।

ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ৷৵০ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা